পরিবেশ ও বন মন্ত্রক
ভারত সরকার

উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল(সি আর জেড) সংক্রান্ত প্রস্তাবিত সংশোধনী,২০১০

প্রস্তাবনা

পরিবেশ ও বন দপ্তর মন্ত্রক ২০১০ এর প্রস্তাবিত উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল সংক্রান্ত সংশোধনীর বিজ্ঞপ্তিটি জারি করার প্রস্তাব দিয়েছেন। নিম্নলিখিত অংশটি হল সেই পদ্ধতি ও সময়রেখা, যা অনুসরণ করা হবে।

- ❖ "উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল, ২০১০" নামে একটি আলোচনা পত্র পরিবেশ ও বন দপ্তর মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে যেখানে প্রস্তাবনাগুলির রূপরেখা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং বর্তমান উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল সংক্রান্ত সংশোধনীর বিজ্ঞপ্তিটির মধ্যে যে নতুন বিধানগুলি অর্ন্তভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেগুলি সহ মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলিও দেওয়া হয়েছে।
- ❖ উপরোক্ত আলোচনাপত্রটি ২০১০ এর প্রস্তাবিত উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের প্রাক-খসড়াটির সঙ্গে যুক্ত।
- ❖ এই আলোচনা পত্র এবং ২০১০ এর প্রস্তাবিত উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলটির প্রাক-খসড়া, মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। (www.envfor.nic.in).
- ❖ উপরোক্ত আলোচনা পত্র এবং ২০১০ এর প্রস্তাবিত উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলটির প্রাক-খসড়া সংক্রান্ত মন্তব্য ২০১০ এর ৩০শে মে'র মধ্যে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।
- ❖ উপরোক্ত আলোচনা পত্র এবং ২০১০ এর প্রাক-খসড়াটির হিন্দি সংস্করণ এবং অন্যান্য স্থানীয় ভাষা যেমন গুজরাটি, মারাঠি, কান্নাডা, মালায়ালাম, তেলেগু, তামিল, উড়িয়া এবং বাংলা মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।
- ❖ উপরোক্ত আলোচনা পত্র এবং ২০১০ এর উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলটির প্রাক-খসড়া সংক্রান্ত মন্তব্যগুলি পাওয়ার পরে মন্ত্রণালয় ২০১০ এর উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের বিজ্ঞপ্তির খসড়াটিকে চূড়ান্ত রূপ দেবে এবং আইন মন্ত্রকের কাছ থেকে আইনি অনুমোদন লাভ করবে।

- ❖ এরপর খসড়া বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকে ষাট দিনের মধ্যে মানুষের মতামত এবং অসম্মতিগুলিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ১৯৮৬ সালের পরিবেশ(সুরক্ষা)আইনের অধীনে ২০১০ এর উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের বিজ্ঞপ্তির খসড়াটি জারি করা হবে।
- ❖ মানুষের মতামত ও অসম্মতিগুলিকে মাথায় রেখে ২০১০ এর উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল সংক্রান্ত খসড়াটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হবে।

পরিবেশ ও বন মন্ত্রক

ভারত সরকার

২০১০ এর উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল সংক্রান্ত আলোচনাপত্র

৭,৫০০ কিলোমিটার অবধি বিস্তৃত ভারতবর্ষের তটরেখাটিতে আমাদের জনসংখ্যার আনুমানিক ২৫% মানুষের বসবাস। এই সমস্ত মানুষেরা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলের ৫০ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাস করেন। জীবিকার জন্যে সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল ১০ দশ লক্ষ মৎসজীবি এর মধ্যে অর্ন্তভুক্ত।

উপকূলীয় পরিবেশের গুরুত্ব এবং উন্নয়নশীল ক্রিয়াকর্মের চাপের হাত থেকে উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রটিকে(ইকোসিস্টেম)সুরক্ষিত রাখার প্রয়োজনীয়তা মাথায় রেখে, মন্ত্রক ১৯৮৬ সালের পরিবেশ(সুরক্ষা)আইনের অধীনে ১৯৯১ সালের উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রনাধীন অঞ্চলের(সি আর জেড)বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

এই বিজ্ঞপ্তি, যেটি এখনো বলবৎ রয়েছে, সেটি উপকূলের ৫০০ মিটার এবং জোয়ার কবলিত জলাশয়ের ১০০ মিটারের মধ্যে জমির ব্যবহার সুরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে আগ্রহী। যাবতীয় উন্নয়নশীল কাজকর্ম যেগুলি এখানে প্রস্তাবিত হয়েছে, সেগুলি এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তিতে দেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলের বিস্তৃতি শ্রেণীভুক্ত হয়েছে এই ভাবে: সি আর জেড-১(পরিবেশগত ভাবে স্পর্শকাতর অঞ্চল), সি আর জেড-২(গড়ে ওঠা পৌর অঞ্চল), সি আর জেড-৩(গ্রামীণ অঞ্চল) সি আর জেড-৪(লাক্ষাদ্বীপ ও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ)

১৯৯১ এর উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের বিজ্ঞপ্তিটি জারি হওয়ার পর থেকে প্রায় ২৫ বার সংশোধিত হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং স্টেক হোল্ডাররাও ১৯৯১ সালের উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের বিজ্ঞপ্তির অর্ন্তগত ব্যবস্থাগুলিকে রূপায়ন করার অসুবিধে প্রকাশ করেছেন।

১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তিটিতে অর্ন্তভুক্ত রূপায়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিকে পরীক্ষা করার জন্যে, মন্ত্রণালয়, অধ্যাপক এম এস স্বামীনাথনের সভাপতিত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি স্থাপন করেন। এই কমিটি ২০০৫ এর ফেব্রুয়ারী মাসে তাদের রিপোর্ট জমা দেন। এই কমিটির মূল পরামর্শ হল ২০০৮ এর উপকূলীয় পরিচালন অঞ্চলের (সি এম জেড) খসড়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করার মাধ্যমে ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তিটিকে প্রতিস্থাপন করা।

যাইহোক, ২০০৮ এর উপকূলীয় পরিচালন অঞ্চলের খসড়া বিজ্ঞপ্তিটি মৎসজীবি ও স্থানীয় এলাকার থেকে প্রচুর সংখ্যক প্রতিনিধিবৃন্দদের আকৃষ্ট করে। এই বিবৃতিতে দেওয়া বিষয়গুলিকে পরীক্ষা করার জন্যে, ২০০৯ সালের জুন মাসে, মন্ত্রক, অধ্যাপক এম এস স্বামীনাথনের সভাপতিত্বে একটি চার সদস্য বিশিষ্ট কমিটি স্থাপন করে। "ফাইনাল ফ্রন্টিয়ার বা সব্বশেষ সীমান্ত অঞ্চল" নামে এই প্রতিবেদনটি [এবং www.moef.nic.in নামের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত] ২০০৯ এর ১৬ই জুলাই মন্ত্রক গ্রহণ করে এবং সরকার সেটিকে স্বীকৃতি দেয়।

প্রতিবেদনটির মূল সুপারিশ হল এর উপকূলীয় পরিচালন অঞ্চলের ২০০৮এর খসড়া বিজ্ঞপ্তিটিকে তামাদি করে দেওয়া এবং পরিবর্তে উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তিটিকে শক্তিশালী করে তোলা।

উপরোক্ত বিষয়টিকে মাথায় রেখে, পরিবেশ ও বনদপ্তর মন্ত্রক, স্বামীনাথন কমিটি রিপোর্টের পরামর্শ এবং সি ই ই পরিচালিত মন্ত্রণা প্রক্রিয়ায় অর্ন্তভুক্ত বর্তমান বিজ্ঞপ্তির কিছু ব্যবস্থাপনার সংশোধন/অপসারণ/অর্ন্তনিবিষ্টকরণ অনুযায়ী উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলের বিজ্ঞপ্তিটিকে জোরালো করার প্রস্তাব পেশ করেছে।

১৯৯১ সালের উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটির প্রস্তাবিত সংশোধনীর সারাংশ

২০১০ এর উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল সংক্রান্ত খসড়া বিজ্ঞপ্তিটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রস্তাবিত হয়েছে।

১) **জলজ অংশের অর্ন্তভুক্তিকরণঃ** ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তিটিতে এটির এক্তিয়ারের মধ্যে জলজ অংশের বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা নেই। জলজ অঞ্চলের কার্য্যকরী সংহতি, যেমন উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং জলের জীববৈচিত্র বজায় রাখার প্রয়োজনে জলজ অঞ্চলের গুরুত্ব স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যে জলজ অংশ অর্থাৎ ১২ নটিকাল মাইল অবধি সমুদ্র অঞ্চল এবং 'জোয়ার কবলিত জলাশয়' গুলি অর্ন্তভুক্ত করা হবে।

২) **সংকট চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া সংশোধন করতে হবেঃ** ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তিতে উপকূলীয় সংকট যেমন সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার পরিনতি বিবেচনার মধ্যে আনা হয়নি। জোয়ার, ঢেউ, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং তটরেখার পরিবর্তন এর উপরে ভিত্তি করে সংকট চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া অর্ন্তভুক্ত হবে, যাতে করে পরিকাঠামো এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমানে সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়।

৩) **কর্ম সম্পাদন পরিকল্পনার প্রস্তুতিঃ** ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তিতে দূষণ নিয়ন্ত্রণের পর্য্যাপ্ত পরিমানে ব্যবস্থার কথা বলা নেই। রাজ্য এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের সরকারগুলিকে অপ্রক্রিয়াকৃত বা অপরিশোধিত আবর্জনা, নোংরা জল বা ময়লার প্রবাহ, নিকাশি এমনকি বর্জ্য পদার্থের নিঃসরণের সময়মত ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে। দূষণ সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের দায়িত্ব রাজ্য/কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলি গ্রহণ করবে। কর্ম পরিকল্পনাটি ছয় মাসের মধ্যে প্রস্তুত করা হবে এবং মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হবে এবং পরিবেশ ও বন দপ্তর মন্ত্রকের অনুমোদন পাওয়ার পর সেটিকে রূপায়িত করা হবে। সি পি সি বি এই রূপায়ন প্রক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করবে।

৪) **ক্ষয় সংকুল অঞ্চলের শ্রেণী বিভাগঃ** ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তিতে ক্ষয়প্রবণ তীরবর্তী স্থানে বন্দর নির্মাণ এবং সৈকতে অন্যান্য উন্নয়নশীল কার্য্য সম্পাদনার ক্ষেত্রে কোনও রকমের নিয়ন্ত্রণ জারি করা হয়নি। বেশির ভাগ ক্ষয় মানুষের দ্বারা উদ্ভাবিত ক্রিয়া কর্মের জন্যে হয়ে থাকে। উপকূলের এই অপরিবর্তনীয় ক্ষতি মাথায় রেখে বিজ্ঞপ্তিতে উপকূলীয় বিস্তৃতির শ্রেণী বিভাগের ব্যবস্থা করা হবে, যেমন "উচ্চ ক্ষয় প্রবণ অঞ্চল", "মধ্য ক্ষয় প্রবণ অঞ্চল" এবং "নিম্ন বা স্থায়ী উপকূল"। উচ্চ ক্ষয় প্রবণ অঞ্চলে কোন রকমের প্রকল্প অনুমোদিত হবে না। কিন্তু মধ্য ক্ষয় প্রবণ অঞ্চলে সমন্বিত ই আই এ নির্দিষ্ট করা হবে।

৫) **নতুন শ্রেণীবিভাগের পরিকল্পনাঃ** উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটিতে চারটি শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। [সি আর জেড-১(পরিবেশগত দিকে স্পর্শকাতর অঞ্চল), সি আর জেড-২(গড়ে ওঠা পৌর অঞ্চল, সি আর জেড-৩(গ্রামীণ অঞ্চল) এবং সি আর জেড- ৪(লাক্ষাদ্বীপ ও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ)]।এই সংশোধনীগুলি অনুযায়ী এইগুলিকে আবার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে এইভাবে; সি আর জেড-১(পরিবেশগত দিকে স্পর্শকাতর অঞ্চল), সি আর জেড-২(গড়ে ওঠা পৌর অঞ্চল), সি আর জেড-৩(গ্রামীণ অঞ্চল), সি আর জেড-৪(জলজ অঞ্চল), সি আর জেড-৫(বিশেষ বিবেচনাধীণ অঞ্চল)।লাক্ষাদ্বীপ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ক্ষেত্রে '২০১০ (মার্চ) এর দ্বীপ সুরক্ষা অঞ্চল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির খসড়ায়' একটি বিশেষ বিধান উল্লিখিত হয়েছে (বর্তমানে মতামত ও অসম্মতি জানতে চাওয়া হয়েছে)।

৬) **বিশেষ ক্ষেত্রেঃ** উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রনাধীণ অঞ্চল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বৈচিত্র, সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা, উন্নয়নশীলতার চাপ ইত্যাদি নির্বিশেষে সারা দেশব্যাপী সমান নিয়ন্ত্রণ ধার্য্য করা হয়েছে। যাইহোক, কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিতগুলির বিষয়গুলির ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

ক) বৃহত্তর মুম্বাই এবং নভি মুম্বাই – মুম্বাই এবং নভি মুম্বাই হল সবচেয়ে জনসংখ্যা বহুল উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির অন্যতম। বিভিন্ন ধরণের উন্নয়নশীল ক্রিয়াকর্মের জন্যে উপকূলীয় বিস্তৃতিটি ভয়ানক চাপের মুখে রয়েছে। মুম্বাই ও নভি মুম্বাইয়ের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ উপকূলবর্তী বিস্তৃতি সংলগ্ন বস্তিতে বসবাস করেন। এই বস্তিগুলি শুধুমাত্র পরিবেশকে দূষিত করছে না, তটরেখার খুব কাছাকাছি অবস্থিত থাকার জন্যে ঝুঁকির সম্মুখীণ হয়ে রয়েছে। ১৩৬টির মত বস্তি অঞ্চল উপকূল থেকে ৫০০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত। মুম্বাই ও নভি মুম্বাইয়ের উপকূলীয় বিস্তৃতিতে প্রচুর গরান অঞ্চল রয়েছে যা সবুজ বাফার হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া শহরের প্রায় সমস্ত বর্জ্য পদার্থগুলি, যেমন শিল্পাঞ্চলের আবর্জনা খাঁড়ি ও সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। এই সমস্ত কারণে মুম্বাই ও নভি মুম্বাই এক বিশেষ বিধানের প্রয়োজন। স্বামীনাথন কমিটির রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী এই নতুন সি আর জেডে'র কিছু নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট নির্মানের ক্ষেত্রে পুনরোন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। সি আর জেড অঞ্চলে বেসরকারী ডেভেলপার ভিত্তিক নির্মাণ প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হবে যদি আবাসন খাতে সরকারী অর্থ বরাদ্দ হয়।

খ) কেরালা– কেরালা অন্যতম অনবদ্য উপকূলীয় পরিবেশ বিশিষ্ট যেখানে ৩০০টির বেশী দ্বীপ উপকূলীয় ব্যাকওয়াটারের (উপকূলীয় বাঁকের মধ্যে অবরুদ্ধ নদ্যাদির জল) মধ্যে অবস্থিত। বেশির ভাগ দ্বীপ/সরু জমির ফালি যেমন মারুভকড়, চাল্লাকাডাভু, কান্ডাকাডাভু, পুথাম্বোড, কান্নামালি, চেরিয়াকাডাভু এবং কাট্টিপরম্বিল অতি জনবহুল অঞ্চল। উপকূলবর্তী অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ২,১৫০ র আশেপাশে। এই দ্বীপসমূহগুলি সি আর জেড-১ বা সি আর জেড-৩ হিসেবে শ্রেণীবিভক্ত, এবং সেই অনুযায়ী সি আর জেড-১ এ কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করা যাবে না এবং সি আর জেড-৩ এর ক্ষেত্রে ০-২০০ মিটারের মধ্যে হল 'উন্নয়নহীন অঞ্চল'। সমগ্র স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষ, যারা এই সকল অঞ্চলে বসবাস করেন, তাঁরা রাজ্য ও পরিবেশ ও বনদপ্তর মন্ত্রককে অনুরোধ জানাচ্ছেন যাতে করে বাসস্থান নির্মাণ করতে দেওয়া হয়। এই মর্মে আদালতে অনেকগুলি মামলা আঁটকে রয়েছে । উপরোক্ত সমস্যা এবং কেরালার অনুপম ভৌগলিক অঞ্চলটির কথা মাথায় রেখে কেরালার উপকূলীয় বিস্তৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বিধান প্রস্তাবিত হয়েছে, যেটির মধ্যে সবকটি ব্যাকওয়াটারের পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলিতে ৫০ মিটারের 'উন্নয়নহীন অঞ্চল' অর্ন্তভুক্ত থাকবে।

গ) সুন্দরবন এবং পরিবেশগত দিক থেকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল – সুন্দরবন হল দেশের অন্যতম গরান অঞ্চল, যার জৈবমন্ডলের মধ্যে বসবাসকারী জনসংখ্যা আনুমানিক ৫ লক্ষ। সুন্দরবন সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার কারনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া স্থানীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ পরিকাঠামোগত সুবিধার অভাবে সমস্যার মুখোমুখি হন। সুন্দরবন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল, যেমন গুজরাটে খাম্বাত উপসাগর এবং কচ উপসাগর, মহারাষ্ট্রে মালভান, ভাসাসি-মানরি, কর্ণাটকে আচড়া-রত্নগিরি, কারওয়ার এবং কুন্দপুর, কেরালাতে ভেম্বনাদ, উড়িষ্যায় ভিতরকনিকা, অন্ধ্র প্রদেশে করিংগম, পূর্ব্ব গোদাবরী এবং কৃষ্ণার ক্ষেত্রে একটি পূর্নাঙ্গ পরিচালন ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রস্তাবিত হয়েছে। এই অঞ্চলগুলিকে গুরুতরভাবে সম্ভাবনাময় উপকূলবর্তী অঞ্চল হিসেবে ঘোষিত হয়েছে (সি ভি সি এ), যার জন্যে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে আলোচনা করে একটি পূর্নাঙ্গ পরিচালন ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ঘ) গোয়া – গোয়া রাজ্যটিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, উপকূলবর্তী সমভূমি, মধ্য উচ্চভূমি অঞ্চল এবং পশ্চিমঘাট। পশ্চিমঘাটের কাছে উচ্চভূমি অঞ্চলটি বর্তমানে খনিজ ক্রিয়াকর্মের জন্যে অধিকৃত, অন্যদিকে সমগ্র পশ্চিম ঘাট অঞ্চলটি অন্যতম জীব বৈচিত্রসম্পন্ন হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত এবং ১৯৭২ এর বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের দ্বারা সংরক্ষিত। ফলে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের পরিবেশগত সুরক্ষার জন্য পৃথক গোয়া রাজ্যে নির্দিষ্ট বন্দোবস্ত সহ কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া প্রস্তুত করতে হবে। উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষের সনাতন বৃত্তি হল মাছ ধরা ও অন্যান্য সহায়ক ক্রিয়াকর্ম। এই মৎস বৃত্তির সাথে জড়িত সম্প্রদায়টির জীবিকার জন্যে প্রাথমিক পরিকাঠামোর প্রয়োজন।

৭) **জীবমন্ডলের সংরক্ষিত কিছু অঞ্চলের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধানঃ** জীবমন্ডলের সংরক্ষিত অঞ্চল যেমন সুন্দরবন, চিল্কা, মান্নার উপসাগর, পিচাভরম, ভিতরকনিকা ইত্যাদির স্থানীয় জনসংখ্যা যথেষ্ঠ যারা ওই জীবমন্ডলের মধ্যেই বসবাস করেন। ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিতে ওই সব অঞ্চলে যাবতীয় উন্নয়ন সীমিত করে দেওয়া হয় কারণ এই জীবমন্ডলগুলি সি আর জেড-১(ক) হিসেবে শ্রেণীভুক্ত। কিছু মূল পরিকাঠামোগত সুবিধার উদ্দেশ্যে সুন্দরবনে বিশেষ বিধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বিধান এখন অন্যান্য জীবমন্ডলের সংরক্ষিত অঞ্চলেও প্রযোজ্য হবে।

৮) **মুম্বাইতে গরান গাছ রক্ষার্থে স্তম্ভের উপর রাস্তা নির্মাণ** – কিছু শহুরে অঞ্চল যেগুলি সি আর জেড-২ হিসেবে শ্রেণীভুক্ত, যেমন মুম্বাই, নভি মুম্বাই, গোয়া ইত্যাদি, সেই স্থানগুলি সুবৃহৎ গরান জঙ্গল দ্বারা অধ্যুষিত। শহুরে পরিকাঠামোগত বৃদ্ধির জন্যে এই গরান জঙ্গল নিয়ম করে কেটে দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে সংযোগকারী রাস্তা বা মিসিং লিঙ্কটি নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে। এই সংশোধন অনুযায়ী গরান জঙ্গলের উপর দিয়ে স্তম্ভের উপর রাস্তা নির্মিত হবে যাতে করে গরানের জঙ্গল ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং জোয়ারের জল সহজে বইতে পারে। যাইহোক, ওই সমস্ত রাস্তার ভূমিমুখী দিকটি সি আর জেড-২ এর সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হবে।

৯)**অনুমোদন মঞ্জুরের সময়সীমাঃ** উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটিতে অনুমোদনযোগ্য কাজকর্মগুলি মঞ্জুর করার ব্যাপারে কোন পদ্ধতি উল্লেখ করা নেই। এর ফলে মানুষ/প্রকল্প কর্তৃপক্ষ দুর্দশাগ্রস্ত হচ্ছেন। তাছাড়া, অনুমোদন পাওয়ার কোনও সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি। এই বিষয়টিকে উদ্দেশ্য করে পদ্ধতি সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নথিপত্র, গবেষণা/প্রতিবেদন, মানচিত্র এবং অনুমোদন মঞ্জুর করার জন্য যেসব প্রয়োজনীয় ফর্ম পূরণ করতে হবে, সেগুলি নির্দিষ্ট করা হবে। এই প্রকল্পটিকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা জন্য রাজ্য উপকূলবর্তী অঞ্চলের পরিচালন কর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করে দেবেন যা কিনা সম্ভব হবে সব তথ্য পাওয়ার পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ দিন এবং তারপর পরিবেশ ও বনদপ্তর মন্ত্রক/রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন পাওয়ার ষাট দিন পরে।

১০) **২০০৬এর ই আই এ** – মানের সঙ্গে সংগতি রেখে অনুমোদন প্রক্রিয়াটিকে কার্যকর করা হবেঃ ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ৫ কোটি টাকার কম আবাসন প্রকল্পগুলি রাজ্য স্তরে এবং ৫ কোটি টাকার বেশি প্রকল্পগুলি পরিবেশ ও বনদপ্তর মন্ত্রকের কাছ থেকে অনুমোদন পেয়ে থাকে। এটির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। নতুন নিয়ম অনুযায়ী ই আই এ ২০০৬ এর মত একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে অর্থাৎ ২০,০০০ বর্গ মিটারের বেশি আবাসন প্রকল্পগুলি সংশ্লিষ্ট সি জেড এম এর সুপারিশ পাওয়ার পর ২০০৬ এর ই আই এ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী(স্টেট এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট কমিটি দ্বারা)বিবেচনা করা হবে, এবং ২০,০০০ বর্গ মিটারের কম প্রকল্পগুলি বিবেচনা করবেন সংশ্লিষ্ট রাজ্য উপকূলবর্তী অঞ্চল পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং মঞ্জুর করবেন রাজ্য সরকারী সংস্থা, যেমন নাগরিক দপ্তর বা পঞ্চায়েত।

১১) **অনুমোদন পাওয়ার পর পর্যবেক্ষণঃ** অনুমোদনত্তর পর্যবেক্ষণের ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমান জোর দেওয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি এবং শর্তাবলিগুলি মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার বিষয়টি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা থাকবে।

১২) **বলবতকরণের নতুন বন্দোবস্তঃ** ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তিতে বলব□করণের ব্যাপারে পর্যাপ্ত জোর দেওয়া হয়নি। প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অর্ন্তভুক্ত করা হবে যাতে সময়সীমার মধ্যে সব নিয়ম লঙ্ঘনগুলিকে সনাক্ত করা যায় এবং সি জেড এম এ তাদের কাজ শুরু করতে পারে। ১৯৮৬ সালের পরিবেশ(সুরক্ষা) আইনের অধীণে যে সমস্ত ক্ষমতা কর্তৃপক্ষগুলিকে, যেমন রাজ্য উপকূলবর্তী অঞ্চল পরিচালন কর্তৃপক্ষ এবং জাতীয় উপকূলবর্তী অঞ্চল পরিচালন কর্তৃপক্ষকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলিও সংশোধনীতে নির্দিষ্ট করা থাকবে।

১৩) **উপকূলবর্তী অঞ্চলের পরিচালন পরিকল্পনার প্রস্তুতিঃ** ১৯৯১ এর বিজ্ঞপ্তিতে এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলির প্রস্তুতিতে কোন নির্দেশিকা, চিহ্নিতকরণ পদ্ধতি, মানচিত্রের স্কেল, পদ্ধতি বিদ্যা, পর্যালোচনা পদ্ধতি, মূল সত্য উদ্ঘাটন ইত্যাদি নির্দিষ্ট করা নেই।এ র ফলে স্থানীয় সম্প্রদায় সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। তাই রাজ্য দ্বারা উপকূলবর্তী অঞ্চল পরিচালন পরিকল্পনা প্রস্তুতির পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে নির্দেশিকা বিজ্ঞপ্তিতে যুক্ত করা হবে(২৭/৯/১৯৯৬ সালের শীর্ষ আদালতের আদেশ অনুযায়ী)। যে সমস্ত রাজ্যগুলি এখনো সি জেড এম পি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেনি অথবা ওই পরিকল্পনা প্রস্তুত করার ব্যাপারে কম সক্ষম, তাদের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বনদপ্তর মন্ত্রক প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সংস্থা, যেমন ন্যাশনাল সেন্টার ফর সাস্টেনেবল কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্টের সহযোগিতায় প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক সহায়তা দান করে পরিকল্পনাগুলি প্রস্তুত করে দেবে।

১৪) **প্রতিলিপি অপসারণঃ** প্রকল্পগুলিতে অনুমোদন প্রক্রিয়ায় প্রতিলিপি রয়েছে যা ১৯৯১ সালের উপকূলবর্তী নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চল সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ও ২০০৬ এর পরিবেশের প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেমন বন্দর, পোতাশ্রয়, আবাসন প্রকল্প ইত্যাদি। এই পদ্ধতিটিকে যুক্তিযুক্ত করার জন্যে যে সমস্ত প্রকল্পগুলি ই আই এ'র বিজ্ঞপ্তির অপেক্ষায়, সেগুলিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য উপকূলবর্তী পরিচালন কর্তৃপক্ষের সুপারিশ পাওয়ার পর ই আই এ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী মঞ্জুর করা হবে। অন্যান্য প্রকল্প যেগুলি ই আই এ বিজ্ঞপ্তির আওতায় নয়, কিন্তু সি আর জেড এর অনুমোদনের প্রয়োজন, সেগুলিকে সি আর জেড অনুমোদন দেবে।

১৫) **মতসজীবিদের জন্যে সুবিধা প্রদানঃ** মতসজীবি সম্প্রদায়ের সমস্যাগুলিকে মাথায় রেখে, সি আর জেড-৩ এর উন্নয়নহীন অঞ্চলে কিছু প্রাথমিক সুবিধা প্রদান, যেমন মাছ শুকোনোর প্রাঙ্গন, নিলাম ঘর, জাল সারাই প্রাঙ্গন, প্রথাগত নৌ নির্মাণ প্রাঙ্গন, বরফকুচি করার কারখানা, মাছ প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে।

১৬) **ওয়েবসাইট গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণঃ** সি জেড এম এ'র কার্য্য সম্পাদনে স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্যে সি জেড এম এ- গুলির দায়িত্ব হবে ওই কার্য্যে নিয়োজিত একটি ওয়েবসাইট গঠন করা যাতে সভায় আলোচ্য বিষয়তালিকা, কার্য্যবিবরণী, গৃহীত সিদ্ধান্ত, অনুমোদন পত্র, নিয়ম লঙ্ঘন, গৃহীত পদক্ষেপ, আদালতের মামলা ইত্যাদি ওয়েবসাইটে দেওয়া যায়।

১৭) **উন্নত ভাষাঃ** ১৯৯১ সালের বিজ্ঞপ্তিটি যাতে পাঠকেরা এবং সাধারণ মানুষ সহজে বুঝতে পারেন, সেই ব্যাপারে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।